বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স -
এর ৪০ বৎসর পূর্তিতে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ পৌষ ১৪১৮
০৪ জানুয়ারী ২০১২

বাণী

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ এর চল্লিশ বছর পূর্তিতে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭২ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ প্রতিষ্ঠা করেন। 'ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার' বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্কে একটি বিশ্বমানের এয়ারলাইনস্ হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বিমান বহরে যুক্ত করা হয়েছে সুপরিসর দু'টি বোয়িং ৭৭৭ ৩০০ইআর বিমান। পর্যায়ক্রমে আরও ৮টি নতুন বিমান এ বহরে যুক্ত হবে। আশা করি অচিরেই বহুল প্রতীক্ষিত ট্রান্স-আটলান্টিক রুট, নিউ ইয়র্ক আমরা চালু করতে পারব।

সেফটি, সেডিউল এন্ড সার্ভিস- এ তিনটি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নেটওয়ার্ক ও সেবার মান বাড়াতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্কে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করার আহবান জানাই।

আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ এর চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স -এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বাংগালীর হৃদয় হতে উৎসারিত একটি নাম। এ দেশের স্বাধীনতার গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে বিমানের ইতিহাস জড়িত। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার ৪০ বছর আর বিমান প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পূর্তি একই সাথে উদযাপিত হচ্ছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংগালী জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দেশ স্বাধীনের পরই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটি স্বাধীন দেশ ও জাতীর জন্য তার একান্ত নিজস্ব একটি পতাকাবাহী এয়ারলাইন্স প্রয়োজন। আর তার স্বপ্নের এই পথ ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় জন্ম নেয় জাতীর স্বপ্নবাহন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বাংগালীর উড়বার ডানা, সত্যিকার অর্থে বিমান আমাদের অস্তিত্বের পাখা।

গত চার দশকে বিমান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এক অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অন্যতম প্রধান খাত রেমিট্যান্স এর সাথে জড়িত প্রবাসী বাংলাদেশীরা। আর বিশ্বের নানা প্রান্তে অভিবাসী বাংলাদেশীদেরকে পরিবহনে বিমান সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে, যুদ্ধাবস্থায় বিপদগ্রস্থ বাংলাদেশী কর্মীদেরকে দ্রুততম সময় দেশে ফিরিয়ে আনার পাশপাশি বাংলাদেশ বাংলাদেশ বিমান বিভিন্ন গন্তব্যস্থল থেকে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের মৃতদেহ বিনামূল্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশে বয়ে এনে জাতীয় সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

৪০ বছর পূতির এই শুভ লগ্নে বিমান এক নবযুগে প্রবেশ করছে তার বহরে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন উড়োজাহাজ বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর সংযোজন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে। সেবার মান যুগোপযোগী করা এবং চিরায়িত আবহমান বাংলার উষ্ণ আতিথেয়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিমান বাংলাদেশের পতাকা বুকে ধারণ করে উড়ে যাক নতুন নতুন গন্তব্যে - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মুহাম্মদ ফারুক খান)

এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ,
এনডিসি, বিইএমএস, পিএসসি (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বিমান পরিচালনা পর্ষদ।

বাণী

মহাকালের পাখায় চল্লিশ বছর সময় হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু একটি এয়ারলাইন্স বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি যথেষ্ট সময়। গত চল্লিশ বছরে অসংখ্য এয়ারলাইন্সের জন্ম হয়েছে, আবার কালের আমোঘ নিয়মে তাদের অনেকে হারিয়ে-ও গেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, আমাদের 'লিগ্যাসী ক্যারিয়ার' সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে টিকে আছে। প্রিয় বিমানের চল্লিশ বছর পূর্তিতে তাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বিমানের অসংখ্য গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাদের ভালবাসা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রম সব প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে বিমানকে আজকের অবস্থানে পৌঁছুতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। চার দশক পূর্তির আনন্দ আজ তাই সবার।

একথা সত্য যে, অতিশয় পুরনো জাহাজ দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত ফ্লাইট পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতি যাত্রী সাধারণের আস্থা কমে যায়। পুরোনো জাহাজ দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনার বিড়ম্বনা অনেক। আকাশ ছোঁয়া পরিচালন ব্যয়, শেডিউলে অনিয়ম- কোনটিই আমাদের বা যাত্রীর জন্য সুখপ্রদ ছিল না। দুনিয়া জুড়ে মুক্ত আকাশ নীতি চালু হওয়া, জ্বালানী তেলের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি আমাদের অগ্রযাত্রাকে বারবার থমকে দিয়েছে, অনেক অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছে। আশার কথা, এ দুঃসময়টা আমরা ফেলে এসেছি।

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিমানের বহরে নতুন বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর সুপরিসর উড়োজাহাজ যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও ৮টি নতুন উড়োজাহাজ আগামী কয়েক বছরে বিমান বহরে যুক্ত হবে। এসব নতুন জেনারেশন উড়োজাহাজের 'সর্বোত্তম' ব্যবহার নিশ্চিত করে সংস্থাকে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমার নেতৃত্বে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিটি বিভাগের কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা আনতে বদ্ধ পরিকর আমরা।

বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রায় ৭৫ লক্ষ বাংলাদেশী অভিবাসন বা কর্মসূত্রে অবস্থান করেছেন। এসব প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। প্রবাসে কর্মস্থান সৃষ্টি, পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিমানের অবদান স্মরণে রাখার যোগ্য। ভ্রমণ খাতে অর্জিত রাজস্ব বিমানের মাধ্যমেই সরকারী কোষাগারে জমা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বিমানের ভূমিকা কম নহে। প্রায় ৫ হাজার লোক এখানে কাজ করেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের হজ্ব পালনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

শত সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করে চলেছি আমরা। এয়ারলাইন্স শিল্পের বড় বড় ঢেউ আমাদের-ও সমানভাবে আঘাত করে। জাতির আশা আকাংখার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি স্বপ্নীল-সুন্দর এয়ারলাইন্স বিনির্মাণে আমাদের সহযাত্রী আপনারা। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের প্রতিদিনের পাথেয়।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ(অবঃ)

আকাশে শান্তির নীড়

এয়ার কমডোর মুহম্মদ জাকীউল ইসলাম (অবঃ)

প্রায় বছর দেড়েক আগে বাংলাদেশ বিমানের জন্য আমরা নতুন একটি প্রতীক ও বর্ণাঙ্গিক বরণ করেছিলাম। তবে কোন কিছু নিজস্ব না হলে তা হয়তো বেশিদিন টেকে না। তাই ভাড়ায় আনা উড়োজাহাজ এবং সবুজাভ বলাকা কোনটাই স্থায়ী হয়নি। আমরা আবার ফিরে গেছি রক্তিম সূর্যের মাঝে উড্ডীন সাদা বলাকা এবং লাল সবুজের বর্ণাঙ্গিকে। তবে এ বর্ণাঙ্গিকে নূতনত্ব সংযোজিত হয়েছে। এতে আছে উড়ে চলার ছন্দ ও গতিময়তা।

বিমানের ব্রান্ডিং এর মূলমন্ত্র "Uniquely and Warmly Bangladesh"। অতুলনীয় সুষমামন্ডিত ও উষ্ণ আতিথেয়তার বাংলাদেশ। এ মূলমন্ত্র সাতটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। যেগুলো হচ্ছেঃ অপরূপ বাংলাদেশ, আন্তরিক আতিথেয়তা, মুখরোচক রসনা, টিম ওয়ার্ক, উড্ডয়ন নিরাপত্তা, কারিগরি নির্ভরযোগ্যতা ভিত্তিক সময়ানুবর্তিতা এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের স্পৃহা।

এ মূলমন্ত্র ও ব্রান্ড স্তম্ভের সামঞ্জস্যে আমরা সাজিয়েছি আমাদের নতুন বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজটিকে। প্রথমটির নাম হয়েছে 'পালকি', দ্বিতীয়টি 'অরুণ আলো'। দুটি নামই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া। এ নাম বাংলার চিরায়ত ও শাশ্বত সংস্কৃতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ৪১৯ আসনের এ উড়োজাহাজে আছে দুটি শ্রেণী। বিজনেস শ্রেণীতে আছে ৩৫টি আসন, আর বাকি আসনগুলো ইকোনমি শ্রেণীর দুটো কেবিনে বিভক্ত। বাংলার সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা বিজনেস শ্রেণীটি সাজিয়েছি জামদানী সাজে। ইউক্লিডের জ্যামিতিক রেখাশিল্প আর বাংলার হাজার বছরের লৌকিক বুনন শিল্পের আবহ এ শ্রেণীতে। ইকোনমি ক্লাসের প্রথম কেবিনটি সাজানো হয়েছে আমাদের জাতীয় ফুল শাপলার সমারোহে। আর দ্বিতীয় কেবিনটি মনকাড়া ও নয়নাভিরাম শরতের কাশফুলের প্রাচুর্যে।

বিজনেস ক্লাসের প্রতিটি সিটই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এবং আরামপ্রদ। ইকোনমি ক্লাসের ৯ সিটের পাশাপাশি-বিন্যাস যাত্রীদের জন্য নিশ্চিত করবে আরামদায়ক ও প্রশস্ত আসনের। প্রতিটি সিটের জন্য বৃহদাকার ১০ ইঞ্চি ভিডিও স্ক্রীণ এ আছে রিমোট ও টাচ স্ক্রীণ সুবিধা। এছাড়াও রিক্লাইনিং ব্যাক রেস্ট, স্লাইডিং কুশন এবং সেইসাথে এ্যাডজাস্টেবল হেট রেস্ট। এটি এমন একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা যা সমসাময়িক বিশ্বমানের অন্যান্য এয়ারলাইন্সেও এ মূহুর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সব আয়োজনই এরগনমিক্যালি কম্প্যাটিবল।

আধুনিক এ উড়োজাহজের অভ্যন্তরে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক বিনোদন ব্যবস্থা। প্রতিটি আসনে আছে নিজস্ব অডিও-ভিডিও, যেটাকে বলা হয় AVOD অর্থাৎ অডিও-ভিডিও অন ডিমান্ড। বিনোদন ব্যবস্থায় রয়েছে তিনটি ভাষার গান, নাটক, সিনেমা এবং ছোট্ট মনিদের জন্য ভিডিও গেমস এর ব্যবস্থা। তাছাড়াও স্থাপন করা হয়েছে কেবিন মুড লাইটিং সিস্টেম যা বাইরে রৌদ্রের আলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেবিনের মাঝে এক মোহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশ বিমানের কাছে সবার চাওয়া অনেক। একথা অনস্বীকার্য যে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিমান সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। সুনির্দিষ্ট কারণ যেমন আছে, অজুহাতও আছে বিস্তর। তাই নন্দিত হওয়ার চাইতে বিমান নিন্দিত হয়েছে বেশি। অতীতে স্বল্প লাভের মুখ দেখলেও বিগত দু'টি বছর কেটেছে চরম উদ্বেগে। আকাশচুম্বী জ্বালানী মূল্যের কারণে আমাদের গুণতে হয়েছে লোকসান। জ্বালানী মূল্যের উচ্চহার, বহরের পুরনো উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ ও মেরামত ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মকর্তা কর্মচারীদের নতুন বেতন ভাতাদি, লীজকৃত উড়োজাহাজের ভাড়া এবং নতুন উড়োজাহাজের প্রাক - ডেলিভারী পেমেন্টের সুদ খাতে ব্যয় বেড়ে গেছে অনেক। ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভাড়া বাড়াতে গিয়েও বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যয় সংকোচন ও ভাড়া কমানোর তাগিদ এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। অথচ বিমানকে পাল্লা দিতে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর এয়ারলাইন্সের সাথে, যারা জ্বালানী খাতে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে।

এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠানটির জন্য কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম-"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"। পরম করুণাময়ের অপার কৃপায় এবং সদাশয় সরকারের প্রণোদনা ও সার্বিক সহায়তায় আস্তে আস্তে আমরা সে শক্তি অর্জন করে চলেছি। বহরে যে দশটি নতুন বিমান সংযোজনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তার দু'টি ইতোমধ্যেই বহরে যোগদান করেছে। প্রতিশ্রুত অনলাইন বুকিং চালু করা হয়েছে ইতোমধ্যে। এখন বিশ্বের যে কোন প্রান্তে আমাদের যাত্রীরা ঘরে বসে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে টিকিট কিনতে পারেন। অসাধু এজেন্টের কারসাজির কারণে ভুয়া বুকিং এর মাধ্যমে টিকিটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি রোধ করার লক্ষ্যে জিডিএস সিস্টেম এর নিবিড় তদারকিসহ আমরা অটোমেটেড রেভিন্যু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS) এর প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

তবে শুধুমাত্র উড়োজাহাজ ক্রয় ও ফ্লাইট পরিচালন বিমান পরিবহনের শেষ কথা নয়। বিমান পরিচালনা ও বিমান পরিবহন সুশৃঙ্খল ও উচ্চমান নিয়ন্ত্রিত একটি পেশা ও ব্যবসায়, সেটা হোক ভূমিতে কিংবা আকাশে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কারিগরি দক্ষতা, সুষ্ঠু অপারেশন, উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও যাত্রী সেবার মানদন্ডে বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন তাই অতীব জরুরী। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিমান একটি ছোট অথচ আন্তর্জাতিক মানের এয়ারলাইন্সে পরিণত হতে বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা আইএটিএ এর অপারেশনাল সেফটি অডিট অর্থাৎ IOSA সনদ অর্জনে সক্ষম হয়েছি পরপর তিনবার। এটা যেকোন এয়ালাইন্সের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটা মান। এছাড়াও বিমানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (EASA) কর্তৃক প্রদেয় EASA-147 এর রেটিং অর্জনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বিমানের প্রকৌশল শাখাকে আন্তর্জাতিক মানের মেনটেন্যান্স, রিপেয়ার এ্যান্ড ওভারহল (MRO) প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে ইয়াজা-১৪৫ রেটিং অর্জনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ দুটি অর্জিত হলে আমরা দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও বিমান মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষনে অংশ নিতে সক্ষম হবো। তাছাড়াও অতি সম্প্রতি আমরা ICAO এর চাহিদা মোতাবেক ইয়াজা-র সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৮ মিলিয়ন বাংলাদেশী চাকরী বা অভিবাসন সূত্রে ছড়িয়ে আছেন। এসব প্রবাসীদের প্রয়োজন ও চাহিদাকে বিমান সব সময়ই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাঁদের পছন্দ এবং প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে বিমান নতুন নতুন গন্তব্যে তার উপস্থিতি ও কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে থাকে। একই উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সময়ে চালু করা হয়েছে মিলান ও ম্যানচেষ্টার রুট। নিউ ইয়র্ক রুট পুনঃ শুরু করার সব রকম প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে আছে। অনুরূপভাবে চেষ্টা চলছে নতুন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনার। সিডনি, গুয়াংজু, কলম্বো ও মালে এর মধ্যে অন্যতম।

সময়ের দাবী পূরণ করার ব্যাপারেও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আন্তরিক। প্রতিদিনের কাজ-কর্মে 'ডিজিটাল টেকনোলজি'র ব্যবহার নিশ্চিত করে কাংখিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমরা বদ্ধ পরিকর। সর্বস্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তি চালু করার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে পুরোদমে।

যাত্রী সাধারণের আস্থা অর্জনে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে চলেছি আমরা। যাত্রীর মতামত ও পছন্দকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, তারাই সবকিছু; তাঁদের প্রয়োজনেই আমাদের জন্ম, স্থিতি।

আমাদের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক আমাদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিজয়ের ৪০ বছর আর বিমানের চল্লিশ বছর তাই এক সূত্রে গাঁথা। চল্লিশ বছর পূর্তির এই মহালগ্নে সবার জন্য অন্তহীন শুভ কামনা রইল।

- লেখক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।